ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বাংলাদেশে বিদেশীদের কর্মসংস্থান:
সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০

মনজুর ই খোদা

প্রেক্ষাপট

- ১৯70 এর দশকে বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত কৃষিভিত্তিক ছিল, যা ১৯৮০ এর দশকের প্রথমে তৈরি পোশাক এবং পরবর্তীতে ওষুধ, চামড়া, সার, সিমেন্ট, মোবাইল ফোন, বিদ্যুৎ শিল্পসহ ও বিভিন্ন সেবা খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তিত হয়ে শিল্প ও সেবা খাতের ওপর অধিক নির্ভরশীল হয়েছে
- বাংলাদেশে বিভিন্ন খাতে শিল্পের বিকাশে ১৯৮০ এর দশকে গৃহীত বিদেশী বিনিয়োগবান্ধব নীতিগত প্রণোদনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, যা বিদেশী বিনিয়োগের সাথে সাথে বিদেশী কর্মীদেরকেও আকৃষ্ট করে
- বাংলাদেশে বিভিন্ন শিল্পের বিকাশের শুরুর দিকে প্রয়োজনীয় কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতাসম্পন্ন জনবলের ঘাটতি ছিল - বিভিন্ন দেশ থেকে সংশ্লিষ্ট খাতের কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন কর্মী দিয়ে এই শূন্যস্থান পূরণ করা হয়

জিডিপি - খাতভিত্তিক অবদান (%)

অর্থবছর	কৃষি (%)	শিল্প (%)	সেবা (%)
১৯৭১-১৯৮০	৪৪	১১	৪৫
১৯৮১-১৯৯০	৩২	১২	৫৬
১৯৯১-২০০০	২৫	১৫	৬০
২০০১-২০১০	১৮	৩০	৫২
২০১৮	**১৪**	**৩৪**	**৫২**

এফডিআই প্রবাহ, ১৯৯৬ - ২০১৮

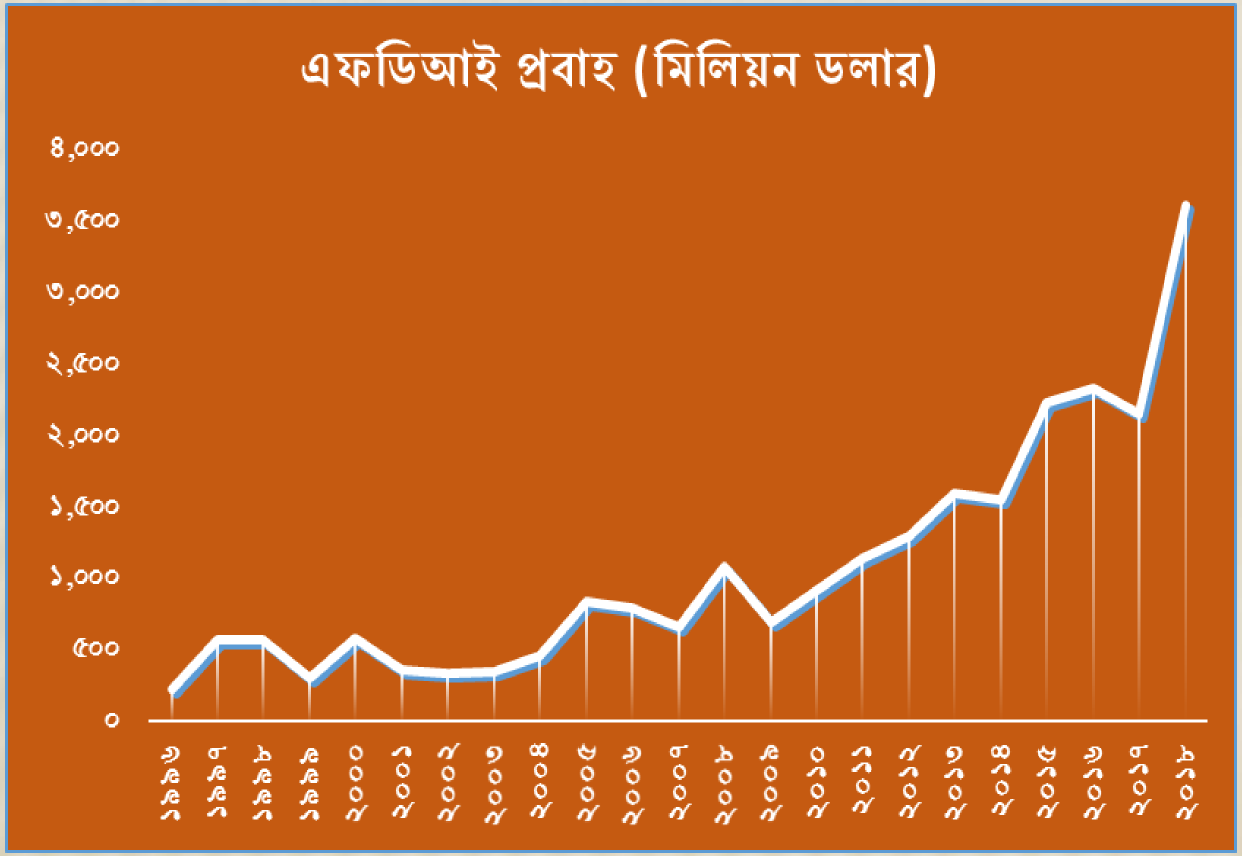

প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে নীতিগত প্রণোদনা:

- বিনিয়োগের প্রথম কয়েক বছরের জন্য কর মুক্তি
- শতভাগ নিজস্ব (বিদেশী) মালিকানা
- শতভাগ মুনাফা প্রত্যাবর্তনের সুযোগ
- মুনাফা পুনরায় বিনিয়োগের সুযোগ
- পৃথক রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল
- **বিদেশী কর্মীদের মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসা ও কর্মানুমতি**

উৎস: এফডিআই জরিপ ২০১৮ , বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রেক্ষাপট

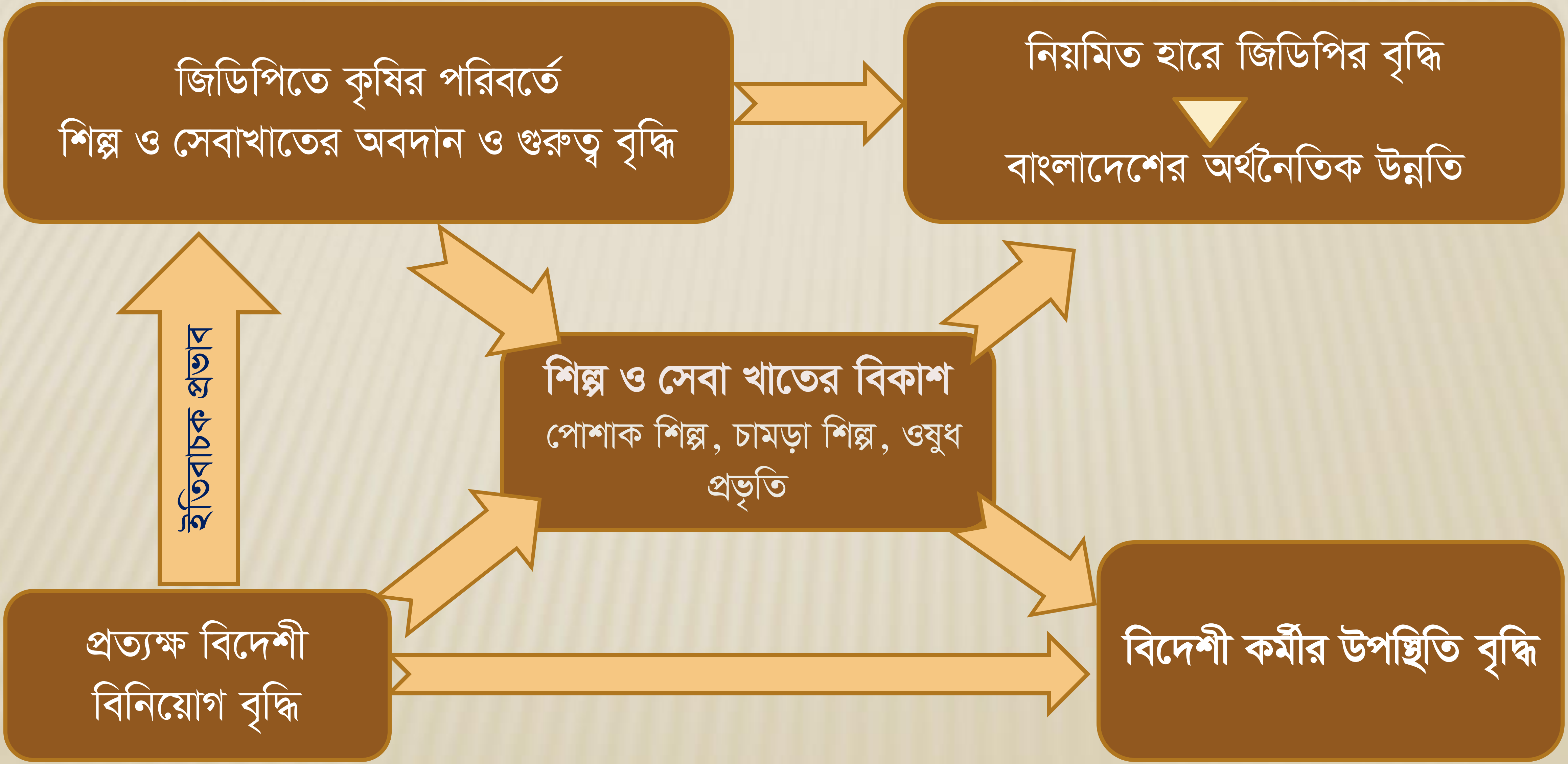
জিডিপিতে কৃষির পরিবর্তে
শিল্প ও সেবাখাতের অবদান ও গুরুত্ব বৃদ্ধি
নিয়মিত হারে জিডিপির বৃদ্ধি
বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নতি
ইতিবাচক প্রভাব
শিল্প ও সেবা খাতের বিকাশ
পোশাক শিল্প, চামড়া শিল্প, ওষুধ প্রভৃতি
প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধি
বিদেশী কর্মীর উপস্থিতি বৃদ্ধি

প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

- আন্তর্জাতিক অভিবাসনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ মূলত শ্রম অভিবাসীর যোগানদাতা হিসেবে পরিচিত হলেও বাংলাদেশেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিদেশী নাগরিক কাজ করে; একইভাবে বাংলাদেশ থেকেও বড় অংকের রেমিটেন্স বাইরে পাঠানো হয়
- বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে বৈধ ও অবৈধ উপায়ে প্রায় ৫ - ১০ লক্ষ বিদেশী নাগরিক কাজে নিয়োজিত, এবং প্রকাশিত তথ্যানুযায়ী তারা প্রতিবছর বাংলাদেশ হতে বৈধ ও অবৈধ পথে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা (প্রায় ৫ - ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) বিভিন্ন দেশে পাঠিয়ে থাকে
- অন্যদিকে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের যুবদের মধ্যে বেকারত্বের হার সবচেয়ে বেশি (বিশ্বব্যাংক ও আইএলও, ২০১৭), এবং বাংলাদেশে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে বেকারত্বের হার ৪৭% (ইকোনমিক ইন্টেলিজেন্স ইউনিট, ২০১৪)। বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশী কর্মী এদেশের চাকরিপ্রার্থীদের কর্মসংস্থানে প্রতিযোগিতা বাড়াচ্ছে ও সুযোগ সংকুচিত হচ্ছে
- বাংলাদেশে বিদেশীদের কর্মসংস্থানের বিভিন্ন দিক বিবেচনায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ সংক্রান্ত বিস্তারিত গবেষণার ঘাটতি রয়েছে

গবেষণার উদ্দেশ্য

সার্বিক উদ্দেশ্য:

বাংলাদেশে বিদেশীদের কর্মসংস্থানে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করা

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য:

১) বিদেশীদের কর্মসংস্থানের আইনি কাঠামো পর্যালোচনা করা

২) বিদেশীদের কর্মসংস্থানের কারণ, ধরন ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা

৩) বিদেশীদের নিয়োগ প্রক্রিয়া, ও বেতনভাতা সম্পর্কিত অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অনুসন্ধান করা

গবেষণার পরিধি

- বাংলাদেশে বৈধ ভিসায় আগত বৈধ ও অবৈধভাবে কর্মরত বিদেশী নাগরিক এই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত। কোনো ধরনের ভিসা ছাড়া অবস্থানরত বিদেশীদের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ বা বিশ্লেষণ করা হয় নি। এছাড়া কূটনীতিক/ ধর্মযাজক/ গবেষক/ ছাত্র/ জাতিসংঘ ও তার অঙ্গ সংগঠন, আন্তর্জাতিক সংস্থায় কর্মরত বিদেশী এই গবেষণার অন্তর্ভুক্ত নয়

- বর্তমান গবেষণায় বাংলাদেশে বৈধ ও অবৈধভাবে কর্মরত বিদেশীদের যেসব বিষয় অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে:
  ১) বিদেশীদের কর্ম সংশ্লিষ্ট খাত ও ব্যাপ্তি
  ২) বিদেশীদের নিয়োগের কারণ ও প্রভাব
  ৩) বিদেশীদের নিয়োগ প্রক্রিয়া
  ৪) বিদেশীদের নিয়োগ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজনের দায়িত্ব ও তাদের সমন্বয়
  ৫) বিদেশীদের আয় সংক্রান্ত বিষয় (আয়ের পরিমাণ, কর, রেমিটেন্স)

গবেষণা পদ্ধতি

- **গুণবাচক পদ্ধতিনির্ভর গবেষণা**
- **প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ও তথ্যের উৎস:**

  মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার - সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা [*জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, কেন্দ্রীয় শুল্ক গোয়েন্দা, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা), এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেপজা), ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়*], সংশ্লিষ্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা [*বিভিন্ন টেলিকম কোম্পানি, আইটি কোম্পানি, বিজিএমইএ, বিটিএমএ, বিকেএমইএ, তৈরি পোশাক প্রতিষ্ঠান, বায়িং হাউস, বেসরকারি হাসপাতাল, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিও*], সাংবাদিক

- **পরোক্ষ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ও তথ্যের উৎস:**

  আধেয় বিশ্লেষণ: বাংলাদেশে বিদেশী কর্মীদের কর্মসংস্থান সংক্রান্ত নীতিমালা, সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি, প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন, সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন কার্যালয় হতে সংগৃহীত তথ্য ও দলিল এবং গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন

- **গবেষণার সময়:** এপ্রিল ২০১৮ - ডিসেম্বর ২০১৯

গবেষণার ফলাফল

বিদেশীদের অবস্থান ও নিয়োগ সংক্রান্ত আইন ও নীতিমালা

ক্রম	আইন ও নীতিমালা	নির্দেশনা	পর্যবেক্ষণ
১	বিদেশী নাগরিক সম্পর্কিত আইন, ১৯৪৬	➢ বাংলাদেশে বিদেশী নাগরিকের আগমন, অবস্থান, প্রস্থান নিয়ন্ত্রণ। আগমনের উদ্দেশ্য অনুযায়ী ভিসা নিতে হবে	
২	বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা আইন (সংশোধিত), ২০১৫	➢ বিদেশী কর্মীর আয় তার নিজ দেশে পাঠানোর ক্ষেত্রে এই আইন অনুসৃত হবে	➢ আইন অমান্য করে হুন্ডির মাধ্যমে অর্থ পাচার হয়
৩	আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪	➢ বিদেশী নাগরিকদের আয়ের ওপর কর হার ৩০ শতাংশ ➢ কূটনীতিক, জাতিসংঘ ও তার অঙ্গসংগঠন এবং দ্বি-পাক্ষিক/ বহুপাক্ষিক চুক্তির অধীন প্রকল্পে কর্মরতদের জন্য কর মওকুফ করা হয়েছে	➢ প্রকৃত আয় গোপনের মাধ্যমে কর ফাঁকি দেওয়া হয়

বিদেশীদের অবস্থান ও নিয়োগ সংক্রান্ত আইন ও নীতিমালা

ক্রম	নীতিমালা ও আইন	নির্দেশনা	পর্যবেক্ষণ
৪	বাংলাদেশ ভিসা নীতিমালা (সংশোধিত), ২০০৭	➢ পাসপোর্টে ন্যূনতম ৬ মাসের মেয়াদ থাকতে হবে ➢ প্রায় ৩৩ ধরনের ভিসা দেওয়া হয় ➢ কর্মানুমতি প্রার্থী বিদেশী নাগরিকদের - প্রাইভেট ইনভেস্টর (পিআই), এমপ্লয়মেন্ট (ই), এনজিও (এন), খেলোয়াড় বা সংস্কৃতি কর্মী (পি) ভিসা থাকতে হবে। বিশেষ ক্ষেত্রে ল্যান্ডিং পারমিট (এল পি), ই১ (যন্ত্রপাতি/ সফটওয়্যার স্থাপন), জে (সাংবাদিক), এ৩ (দ্বিপাক্ষিক/ বহুপাক্ষিক চুক্তির আওতায় প্রকল্পে নিয়োজিত) ভিসাপ্রাপ্ত বিদেশী নাগরিককে কর্মানুমতি প্রদান করা যাবে	➢ পর্যটক (টি) ভিসায় কাজ করা নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও পর্যটক ভিসা নিয়ে বিদেশীরা অবৈধভাবে বিভিন্ন খাতে কাজ করছে

বিদেশীদের অবস্থান ও নিয়োগ সংক্রান্ত আইন ও নীতিমালা

ক্রম	নীতিমালা ও আইন	নির্দেশনা	পর্যবেক্ষণ
৫	বিদেশী নাগরিক নিবন্ধন বিধিমালা, ১৯৬৬	➢ ভারত ও পাকিস্তানের নাগরিকের ৯০ দিনের বেশি অবস্থানের ক্ষেত্রে নিকটস্থ পুলিশ স্টেশনে নিবন্ধিত হতে হয়	➢ কাজের উদ্দেশ্যে আগত সব দেশের নাগরিকের জন্য এই নিবন্ধন ব্যবস্থা নেই
৬	বিনিয়োগ বোর্ড গাইডলাইন, ২০১১	➢ বিদেশী কোম্পানির লিয়াঁজো/শাখা/প্রতিনিধি কার্যালয় স্থাপনে অনুমতি দিয়ে থাকে ➢ কূটনীতিক/ ধর্মযাজক/ গবেষক/ ছাত্র/ বহুজাতিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের “কর্মানুমতি” প্রয়োজন নেই ➢ বিশেষায়িত জ্ঞান ও দক্ষতা ব্যতীত বিদেশী নাগরিকের জন্য কর্মানুমতি নিরুৎসাহিত করা হবে	➢ অনেকক্ষেত্রে বিশেষায়িত জ্ঞান ও দক্ষতা ছাড়াই বিদেশী কর্মীর কর্মানুমতি প্রদান করা হয়

বিদেশীদের অবস্থান ও নিয়োগ সংক্রান্ত আইন ও নীতিমালা

ক্রম	নীতিমালা ও আইন	নির্দেশনা	পর্যবেক্ষণ
৬	বিনিয়োগ বোর্ড গাইডলাইন, ২০১১	➢ বাংলাদেশের শিল্প/ বাণিজ্যিক/ শিক্ষা/ ক্রীড়া/ সরকারি ও বেসরকারি যেকোনো প্রতিষ্ঠানে বিদেশী নাগরিক নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে বা বিনিয়োগকারী হিসেবে বাংলাদেশে অবস্থান করে কাজ করার ক্ষেত্রে "কর্মানুমতি" গ্রহণ বাধ্যতামূলক। এক্ষেত্রে যথাযথ শ্রেণির ভিসা গ্রহণ করতে হবে ➢ ৫ বছরের অধিক সময়ের জন্য বিদেশী কর্মী নিয়োগ নিরুৎসাহিত করা হবে ➢ বেতন-ভাতা সম্পর্কিত বিভ্রান্তি পরিহারের লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ও বিদেশী কর্মীদের পদমর্যাদা অনুসারে ন্যূনতম বেতন কাঠামো একটি মানদণ্ড হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে	➢ কর্মানুমতি প্রদানের জন্য সময়সীমা নির্দিষ্ট করা নেই ➢ বেতন কাঠামো হালনাগাদ নেই ➢ একই ধরনের যোগ্য ব্যক্তির জন্য দেশভেদে ভিন্ন বেতন কাঠামো নির্ধারণ বৈষম্যমূলক

বিদেশী কর্মীর কর্মসংস্থান: উৎস দেশ এবং খাত

- প্রায় **৪৪টির** বেশি দেশ থেকে আগত বিদেশীরা বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতে কর্মরত
- উল্লেখযোগ্য উৎস দেশ - ভারত, চীন, শ্রীলংকা, পাকিস্তান, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া, তাইওয়ান, থাইল্যান্ড, জার্মানি, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সিঙ্গাপুর, তুরস্ক, নরওয়ে ও নাইজেরিয়া
- বাংলাদেশে বিদেশী কর্মীদের কর্মসংস্থানের খাত সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক তথ্যের ঘাটতি রয়েছে

বিদেশী কর্মীদের কর্মসংস্থানের উল্লেখযোগ্য খাত ও প্রতিষ্ঠান

১. তৈরি পোশাক	৮. চামড়া শিল্প	১৫. অডিট
২. টেক্সটাইল	৯. চিকিৎসা সেবা	১৬. হোটেল ও রেস্তোরাঁ
৩. বায়িং হাউজ	১০. কার্গো সেবা	১৭. প্রকৌশল
৪. বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান	১১. ফ্রেইট ফরোয়ার্ডস	১৮. ফ্যাশন ডিজাইনিং
৫. বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র	১২. আন্তর্জাতিক এনজিও	১৯. খাদ্য উৎপাদন ও বিপণন
৬. মোবাইল ফোন কোম্পানি	১৩. বিজ্ঞাপনি সংস্থা	২০. পোল্ট্রি খাদ্য উৎপাদন
৭. তথ্য প্রযুক্তি	১৪. বহুজাতিক তেল ও গ্যাস কোম্পানি	২১. আন্তর্জাতিক ঠিকাদারি

বিদেশী কর্মী নিয়োগ- কারণ ও প্রয়োজনীয়তা

১) বিদেশী কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগকারীদের বিবেচনায় -

ক) শিল্পখাতে দ্রুত পরিবর্তনশীল ও হালনাগাদ প্রযুক্তির স্বয়ংক্রিয় ও ভারী যন্ত্রপাতি ব্যবহারে প্রয়োজনীয় দক্ষতাসম্পন্ন স্থানীয় জনবলের ঘাটতি রয়েছে

খ) ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে প্রয়োজনীয় দক্ষতাসম্পন্ন স্থানীয় জনবলের ঘাটতি রয়েছে

গ) তৈরি পোশাকখাতে বায়ার ম্যানেজমেন্টের জন্য প্রয়োজনীয় যোগাযোগ দক্ষতাসম্পন্ন স্থানীয় জনবলের ঘাটতি রয়েছে

২) কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিদেশী কর্মীর প্রতি স্থানীয় মালিকপক্ষের অকারণ পক্ষপাত রয়েছে

৩) বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান ও আন্তর্জাতিক এনজিওগুলো তাদের মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা নীতি অনুসারে নির্দিষ্ট পদে স্থানীয় জনবলের পরিবর্তে বিদেশী কর্মী নিয়োগ দিয়ে থাকে

৪) সরকারি ও বেসরকারি উভয়পক্ষ থেকে কৌশলগত পর্যালোচনার মাধ্যমে খাতভিত্তিক দক্ষ স্থানীয় জনবল নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও কারিগরি প্রশিক্ষণের ঘাটতি রয়েছে

৫) কারখানা পর্যায়ে কাজ করার ক্ষেত্রে স্থানীয় শিক্ষিত চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে অনীহা রয়েছে

বিদেশীদের কর্মসংস্থান - সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ

কর্তৃপক্ষ	দায়িত্ব
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	বিদেশী কর্মীর আগমন/ কর্মসংস্থান/ প্রত্যাগমন/ সার্বিক পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ
ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর	ভিসা ইস্যু/ ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি
বিশেষ শাখা, বাংলাদেশ পুলিশ (এসবি)	নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রদান করা
জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা (এনএসআই)	
বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)	কর্মানুমতি প্রদান/মেয়াদ বৃদ্ধি করা
বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেপজা)	
এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	ছাড়পত্র / কর্মানুমতি প্রদান করা
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ	আয়কর সংগ্রহ/ কর সনদপত্র প্রদান
নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠান	বিদেশী কর্মী নিয়োগ

বৈধভাবে বিদেশী কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়া

১. নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ-
স্থানীয় নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন-
বিদেশী কর্মী নিয়োগে বোর্ডে সিদ্ধান্ত গ্রহণ-
পুনরায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে
বিদেশী কর্মী নিয়োগ

২. বিডা/বেপজা/এনজিও ব্যুরো -
ভিসা সুপারিশ পত্র সংগ্রহ
সময়: ৫ - ৭ দিন

৩. বাংলাদেশ মিশনে ভিসার আবেদন
সময়: ৭ - ১০ দিন

৪. বিডা/বেপজা/এনজিও ব্যুরো
কর্মানুমতির জন্য আবেদন
সময়: ৭ - ১০ দিন

৫. নিরাপত্তা ছাড়পত্রের আবেদন
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় -
এনএসআই ও এসবি
সময়: ২৫ - ৩০ দিন

৬. টিআইএন সংগ্রহ
ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা
সময়: ৪ - ৫ দিন

৭. ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন
ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর
সময়: ২০ - ৩০ দিন

** বিদেশী নিবন্ধন -
বিশেষ শাখা, পুলিশ
ভারতীয় ও পাকিস্তানি নাগরিক
সময়: আগমনের ৭ দিনের মধ্যে

অবৈধভাবে বিদেশী কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়া

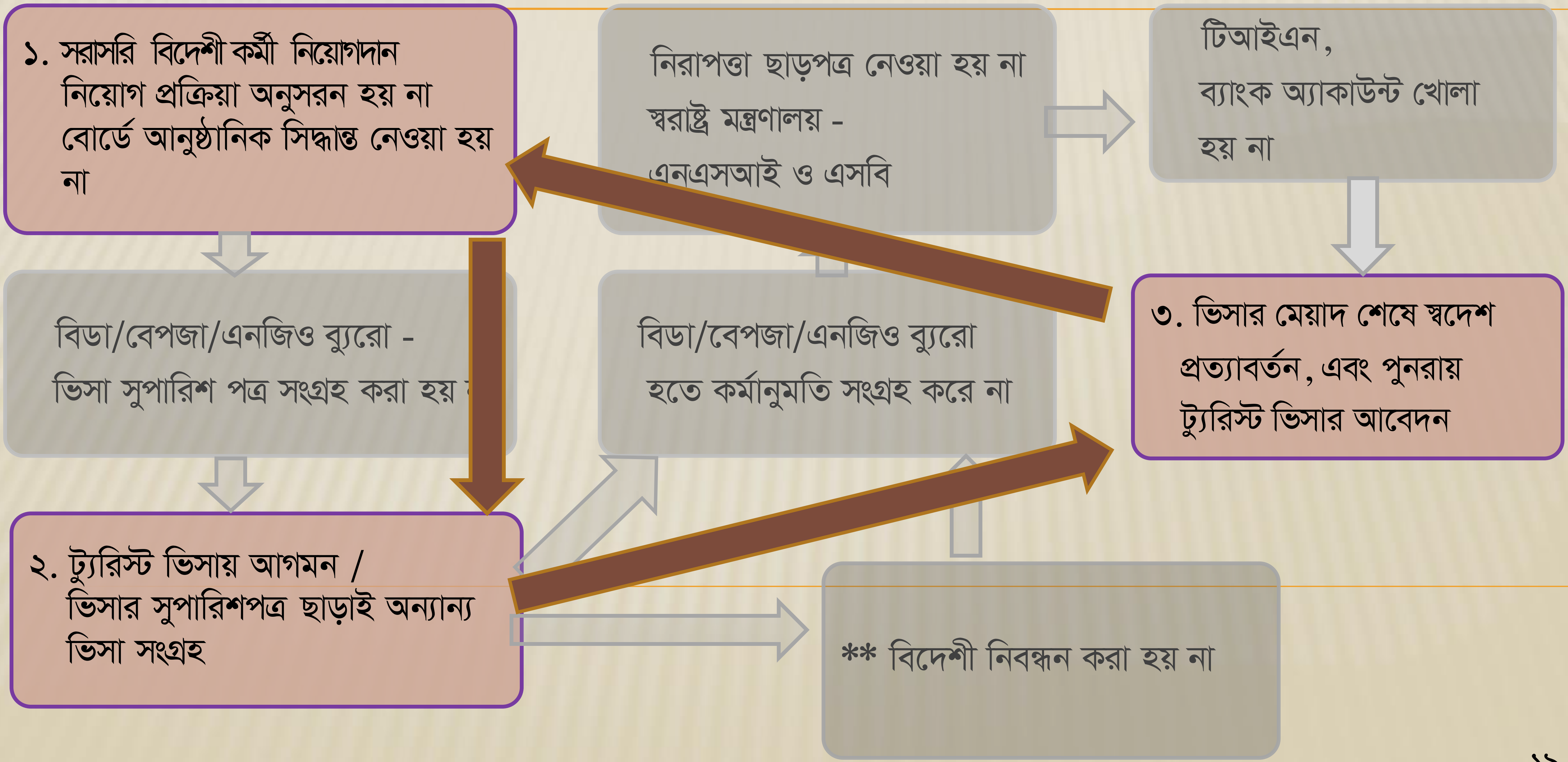

বিদেশী কর্মীর অবৈধ নিয়োগের চক্র

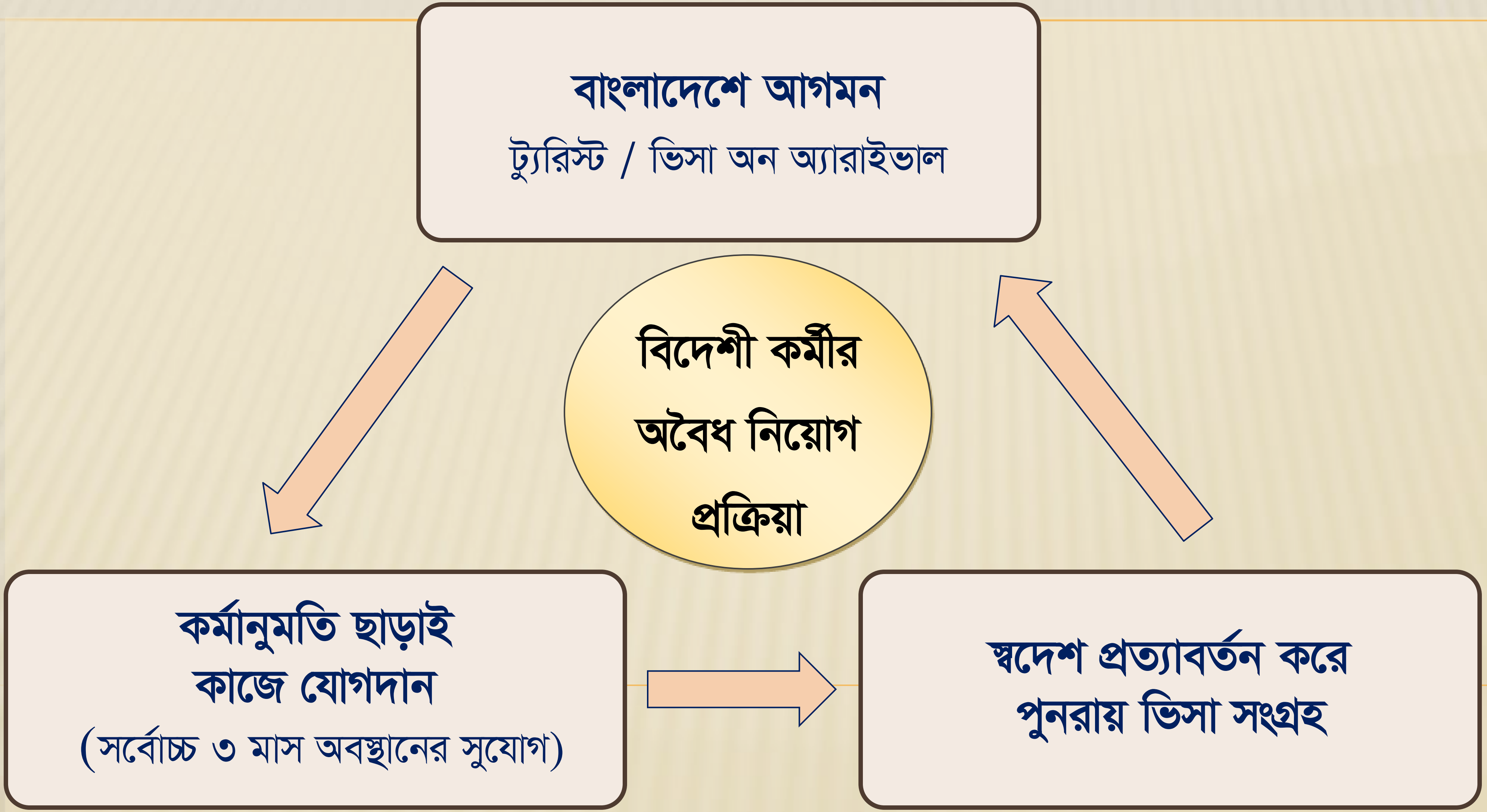

বিদেশী কর্মীর নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়ম

১) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ - বিদেশী কর্মী নিয়োগে বোর্ডে সিদ্ধান্ত গ্রহণ

- ❑ নিয়ম রক্ষার আনুষ্ঠানিকতা - স্থানীয় যোগ্য প্রার্থী খোঁজা হয় না
- ❑ সাধারণত বিদেশী কর্মী নিয়োগের সিদ্ধান্ত পূর্বনির্ধারিত

২) বিডা/ বেপজা/ এনজিও ব্যুরোতে ভিসার সুপারিশ পত্র এবং কর্মানুমতির জন্য আবেদন

- ❑ অনলাইন আবেদন ব্যবস্থায় সময়ক্ষেপণের অভিযোগ, নিয়মবহির্ভূত অর্থের মাধ্যমে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে দ্রুত পাওয়া যায়
- ❑ শুধু নথি পর্যালোচনার মাধ্যমেই ভিসার সুপারিশ ও কর্মানুমতি দেওয়া হয়, মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ করা হয় না
- ❑ উভয়ক্ষেত্রেই নিয়মবহির্ভূত আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ রয়েছে

বিদেশী কর্মীর নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়ম

৩) বিদেশে বাংলাদেশী মিশনে ভিসার জন্য আবেদন - ট্যুরিস্ট/ এমপ্লয়মেন্ট/ বিজনেস

- নিয়মবহির্ভূত অর্থের বিনিময়ে ভিসার সুপারিশ পত্র ছাড়াই এমপ্লয়মেন্ট ভিসা ইস্যু করা
- ট্যুরিস্ট ভিসা ইস্যুর ক্ষেত্রে নিয়মবহির্ভূত অর্থ লেনদেনের অভিযোগ

৪) নিরাপত্তা ছাড়পত্র সংগ্রহ

- সংশ্লিষ্ট দুইটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়ের অভিযোগ

  দীর্ঘসূত্রতা - ন্যূনতম একমাস সময় লাগে

৫) ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য আবেদন

- নিয়মবহির্ভূত অর্থ লেনদেনের অভিযোগ

বিদেশী কর্মীর নিয়োগ প্রক্রিয়ায় নিয়মবহির্ভূত অর্থ লেনদেন

ক্রম	নিয়মবহির্ভূত অর্থ লেনদেনের খাত	পরিমাণ (টাকা)
১	ভিসা সুপারিশ পত্র	৫ - ৭ হাজার
২	বিদেশে বাংলাদেশ মিশন হতে ভিসা সংগ্রহ (টি/ই/বি ভিসা)	৪.২৫ - ৮.৫ হাজার
৩	বিদেশী নাগরিক নিবন্ধন (ভারতীয় ও পাকিস্তানি - ৯০ দিনের অধিক অবস্থানের ক্ষেত্রে)	২ - ৩ হাজার
৪	কর্মানুমতির জন্য আবেদন (বিডা/ বেপজা / এনজিও ব্যুরো)	৫ - ৭ হাজার
৫	নিরাপত্তা ছাড়পত্র (এসবি পুলিশ)	৫ - ৭ হাজার
৬	নিরাপত্তা ছাড়পত্র (জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থা)	৩ - ৫ হাজার
৭	নিরাপত্তা ছাড়পত্র (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)	২ - ৩ হাজার
৮	ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি (ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর)	৩ - ৫ হাজার
	* সর্বমোট	২৩ - ৩৪ হাজার

* ভিসা সংগ্রহ ও বিদেশী নাগরিক নিবন্ধনে লেনদেনের পরিমাণ অন্তর্ভূক্ত করা হয় নি

বিদেশী কর্মীর নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অন্যান্য অনিয়ম

কর ফাঁকি	○ বৈধভাবে কর্মরত কর্মীর বেতন প্রাতিষ্ঠানিক নথিপত্রে প্রকৃত বেতন অপেক্ষা কম দেখানো হয় ○ বেতনের প্রায় এক তৃতীয়াংশ (৩০%) বৈধভাবে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়, এবং বেতনের বাকি অংশ অবৈধভাবে নগদ দেওয়া হয় ○ অন্যদিকে অবৈধভাবে কর্মরত কর্মীর শতভাগ বেতন অবৈধভাবে নগদ, অথবা অন্য কোনো দেশের (দুবাই/ সিঙ্গাপুর) ব্যাংক অ্যাকাউন্টে দেওয়া হয় ○ প্রতিষ্ঠান কর্মীর নিয়মিত হাতখরচ, আবাসন ও পরিবহন সুবিধা দিয়ে থাকে
পূর্বশর্ত অমান্য	○ দেশি -বিদেশী কর্মীর অনুপাত মানা হয় না ○ একই প্রতিষ্ঠানে একজন বিদেশী কর্মীর ৫ বছরের বেশি কাজ করতে নিরুৎসাহিত করা হয় না
কর্মানুমতি ছাড়া নিয়োগ	○ কর্মানুমতি ছাড়াই নিয়োগ দেওয়া হয় ○ প্রতিষ্ঠানের নথিপত্রে বিদেশী কর্মীর উল্লেখ থাকে না
ভিসা নীতি লঙ্ঘন	○ পর্যটক ভিসা বা ভিসা-অন-অ্যারাইভাল নিয়ে কাজ করা

তৈরি পোশাকখাতে বিভিন্ন পদে কর্মরত বিদেশীদের মাসিক বেতন সীমা

ক্রম	পদ	মাসিক বেতন সীমা - প্রকৃত (হাজার মার্কিন ডলার)	মাসিক বেতন সীমা - প্রদর্শিত (হাজার মার্কিন ডলার)
১	সিইও	১০ - ১২	৩ - ৩.৬
২	সিএফও	০৮ - ১০	২.৫ - ৩
৩	কমপ্লায়েন্স / সোশ্যাল অডিটর (বায়িং হাউজ)	৯.৫ - ১১	৩ - ৩.৫
৪	জেনারেল ম্যানেজার (অপারেশনাল হেড)	৬ - ৮	১.৮ - ২.৫
৫	হেড অব ডায়িং/ ওয়াশিং	৫ - ৭	১.৫ - ২
৬	কমপ্লায়েন্স / সোশ্যাল অডিটর (গার্মেন্টস)	৪.৫ - ৭	১.৫ - ২
৭	সিনিয়র ম্যানেজার	৪ - ৬	১.২৫ - ১.৭৫
৮	হেড অব কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স	৩.৫ - ৫	১ - ১.৫
৯	প্রোডাকশন /মার্চেন্ডাইজার ম্যানেজার	৩.৫ - ৫	১ - ১.৫
১০	ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ার	৩ - ৬	১ - ১.৭৫

বিদেশী কর্মীর কর ফাঁকি - বেতন কম দেখানো (২০১৮-১৯)

কর অঞ্চল-১১ এ কর দেওয়া বিদেশী কর্মীর সংখ্যা	৯,৫০০ জন
প্রদত্ত আয় করের মোট পরিমাণ (৩০%)	১৮১ কোটি টাকা
সকল বিদেশী কর্মীর প্রদর্শিত বার্ষিক আয়ের পরিমাণ	৬০৩ কোটি টাকা
এই পরিসংখ্যান অনুযায়ী বিদেশী কর্মী প্রতি প্রদর্শিত গড় মাসিক বেতন	৫৩ হাজার টাকা ৬২০ ডলার

বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশী কর্মীসংখ্যা সংক্রান্ত বিতর্ক

বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশী কর্মীর সংখ্যা নিয়ে বিভিন্ন উৎস হতে প্রাপ্ত তথ্যের মধ্যে অনেক পার্থক্য বিদ্যমান

তথ্যসূত্র	মোট বিদেশী কর্মীর সংখ্যা	মন্তব্য
বিভিন্ন গণমাধ্যম	সর্বনিম্ন ২ লক্ষ থেকে সর্বোচ্চ ১২.৬ লক্ষ	বৈধ ও অবৈধভাবে কর্মরত
সাবেক প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী (অক্টোবর ২০১৭)	২ লক্ষ	বৈধ ও অবৈধভাবে কর্মরত
জাতীয় সংসদে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী (ফেব্রুয়ারি ২০১৮)	৮৫,৪৮৬	বৈধভাবে কর্মরত

বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশী কর্মীসংখ্যা সংক্রান্ত বিতর্ক ...

বৈধভাবে কর্মরত বিদেশীর সংখ্যা, ২০১৮

পেশা	সংখ্যা
ব্যবসায়ী	৬৭,৮৫৩
বিশেষজ্ঞ	৮,৩০০
কর্মকর্তা	৩,৬৮২
কারিগরি পেশাজীবী	৭২৭
খেলোয়াড় / ক্রীড়া সংগঠক	২,১০৫
বিনিয়োগকারী	৯২২
ব্যক্তিগত কর্মচারী	৮০৪
এনজিও কর্মকর্তা/কর্মচারী	৫৬১
গবেষক/ প্রশিক্ষক	৪০০
গৃহকর্মী	১৩২
মোট (ব্যবসায়ী বাদে)	**১৭,৬৩৩**
মোট (ব্যবসায়ীসহ)	**৮৫,৪৮৬**

ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর ইস্যুকৃত কর্মোপযোগী ভিসার সংখ্যা, ২০১৮*

ভিসার ধরন	সংখ্যা
বি (ব্যবসায়ী)	৯,৬৬১
এ৩ (দ্বিপাক্ষিক চুক্তির আওতায় প্রকল্পে নিয়োজিত)	৩,৫৭৮
ই (এমপ্লয়মেন্ট)	১৮,০২৮
ই১ (যন্ত্রপাতি স্থাপন)	৬৯৫
এন (এনজিও)	৫৪৪
পি (খেলোয়াড় বা সংস্কৃতি কর্মী)	৫৫
পিআই (প্রাইভেট ইনভেস্টর)	৬৪৯
আর (গবেষক)	১৯৫
মোট (ব্যবসায়ী বাদে)	**২৩,৭৪৪**
মোট (ব্যবসায়ীসহ)	**৩৩,৪০৫**

বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত কর্মানুমতির সংখ্যা, ২০১৮

কর্তৃপক্ষ	কর্মানুমতি সংখ্যা (নতুন ও নবায়নকৃত)
বিডা	৯,১৪৫
বেপজা	১,৭৩৯
এনজিও ব্যুরো	২৯৬
মোট	**১১,১৮০**

ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর কর্তৃক ইস্যুকৃত কর্মোপযোগী ভিসার সংখ্যার সাথে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত কর্মানুমতির সংখ্যার সাথে সমন্বয় নেই

বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশী কর্মীসংখ্যা প্রাক্কলন

বাংলাদেশে আগত পর্যটক ভিসার সংখ্যা

সাল	পর্যটক ভিসার সংখ্যা (লক্ষ)
২০০৮	৪.৬৭
২০০৯	৪.৮০
২০১০	৫.৩০
২০১১	৫.৯৩
২০১২	৫.৮৮
২০১৩	তথ্য পাওয়া যায়নি
২০১৪	তথ্য পাওয়া যায়নি
২০১৫	৬.৪৩
২০১৬	তথ্য পাওয়া যায়নি
২০১৭	৭.৫০
২০১৮	৮.০ (প্রাক্কলিত)

তথ্যসূত্র: বার্ষিক প্রতিবেদন, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন

বিদেশী কর্মীসংখ্যার প্রাক্কলনে বিবেচ্য বিষয়:

১) কর্মরত বিদেশী সকলেই ভিসা নিয়ে অবস্থান করে। তবে সকলেই কর্মানুমতি নিয়ে কাজ করেন না

২) যারা কর্মানুমতি ছাড়া কাজ করেন তারা মূলত পর্যটক ভিসা নিয়ে অবস্থান করেন, যার মেয়াদ সর্বোচ্চ তিনমাস। এক্ষেত্রে প্রতি তিনমাস পর পর তারা নিজদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং পুনরায় পর্যটক ভিসা নিয়ে বাংলাদেশে আসেন

৩) আগত পর্যটকের মধ্যে ন্যূনতম ৫০% - ৭০% কাজের উদ্দেশ্যে আসে

ন্যূনতম বিদেশী কর্মীসংখ্যা (প্রাক্কলিত)

- পর্যটক ভিসা = ৮ লক্ষ; এর ন্যূনতম ৫০% কর্মরত = ৪ লক্ষ ভিসা
- সর্বোচ্চ মেয়াদ ৩ মাস হওয়ায় বছরে (৪/৩/২/১) বা গড়ে ২.৫ বার ভিসা নিতে হয়। এ হিসাবে পর্যটক ভিসায় কর্মরত = ১.৬ লক্ষ (প্রায়)
- বৈধভাবে কর্মরত বিদেশী = ০.৯ লক্ষ (প্রায়)

বাংলাদেশে বৈধ ও অবৈধভাবে সম্ভাব্য

মোট কর্মরত বিদেশীর সংখ্যা ন্যূনতম ২.৫ লক্ষ

বাংলাদেশ হতে অবৈধভাবে প্রেরিত রেমিটেন্সের পরিমাণ সংক্রান্ত বিতর্ক

বাংলাদেশ হতে বৈধ ও অবৈধ উপায়ে প্রেরিত রেমিটেন্সের মোট পরিমাণ সংক্রান্ত কোনো নির্ভরযোগ্য প্রাতিষ্ঠানিক তথ্য পাওয়া না যাওয়ায় বিভিন্ন ধরনের অনুমাননির্ভর ও প্রশ্নবিদ্ধ তথ্য প্রচলিত রয়েছে

তথ্যসূত্র	প্রেরিত রেমিটেন্সের পরিমাণ	মন্তব্য
বিভিন্ন গণমাধ্যম	৫ - ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার	বৈধ ও অবৈধ উপায়ে প্রেরিত
সাবেক প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী (৮ অক্টোবর ২০১৭)	৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার	বৈধ ও অবৈধ উপায়ে প্রেরিত
সাবেক অর্থমন্ত্রী (১৩ মে ২০১৮)	৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার	বৈধ ও অবৈধ উপায়ে প্রেরিত
বিশ্ব ব্যাংক (২০১৭)	২.১১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার	বৈধ ও অবৈধ উপায়ে প্রেরিত
বাংলাদেশ ব্যাংক (২০১৭-১৮)	৪৬.৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার	বৈধ উপায়ে প্রেরিত ওয়েজ রেমিটেন্স

বাংলাদেশ হতে অবৈধভাবে প্রেরিত ন্যূনতম রেমিটেন্স ও রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ (প্রাক্কলন)

বাংলাদেশে কর্মরত মোট বিদেশী কর্মীর ন্যূনতম সংখ্যা	২.৫ লক্ষ জন (প্রাক্কলিত)
বিদেশী কর্মী প্রতি ন্যূনতম গড় মাসিক বেতন	১.৫ হাজার মার্কিন ডলার
বিদেশী কর্মীদের ন্যূনতম মোট বার্ষিক আয়	৪.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার
অবৈধভাবে প্রেরিত ন্যূনতম বার্ষিক রেমিটেন্সের পরিমাণ (৩০% স্থানীয় ব্যয় বাদ দিয়ে)	মোট ৩.১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রায়) (বৈধভাবে ৪৬ মি. মার্কিন ডলার + অবৈধভাবে ৩.১ বি. মার্কিন ডলার) ২৬.৪ হাজার কোটি টাকা (প্রায়)*
ন্যূনতম বার্ষিক রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ - ৩০% আয়কর	১.৩৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রায়) ১২ হাজার কোটি টাকা (প্রায়)

* ১ মার্কিন ডলার = ৮৫ টাকা বিনিময় মূল্য হিসাবে প্রাক্কলিত

সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

আইনের শাসন	○ অধিকাংশ বিদেশী কর্মী আইন অমান্য করে কর্মানুমতি বা যথাযথ ভিসা ছাড়াই কর্মরত ○ স্থানীয় নিয়োগদাতা কর্তৃক যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া ছাড়াই বিদেশী কর্মী নিয়োগ
স্বচ্ছতা	○ বিদেশী কর্মীর সংখ্যা ও বাংলাদেশ হতে প্রেরিত রেমিটেন্স ও অর্থপাচারের পরিমাণ সম্পর্কিত নির্ভরযোগ্য প্রাতিষ্ঠানিক তথ্যের ঘাটতি - প্রদত্ত তথ্যের মধ্যে অসংগতি ○ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব, তথ্য বিনিময় হয় না ○ নিয়োগদাতা/ বিদেশী কর্মী কর্তৃক প্রকৃত বেতন সম্পর্কিত তথ্য গোপন
জবাবদিহিতা	○ কর্মরত বিদেশী কর্মীদের জন্য মাঠ পর্যায়ে কোনো ধরনের নজরদারি নেই ○ নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অবৈধভাবে বিদেশী কর্মী নিয়োগে কোনো জবাবদিহিতা নেই ○ জবাবদিহিতা নিশ্চিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় সামর্থ্য ও উদ্যোগ নেই
দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ	○ বিদেশী কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় নথি তৈরিতে কার্যকর ওয়ান স্টপ সার্ভিসের অনুপস্থিতিতে দুর্নীতির ঝুঁকি বৃদ্ধি - এক্ষেত্রে নিয়মবহির্ভূত অর্থ লেনদেনের অভিযোগ ○ কর ফাঁকির উদ্দেশ্যে নিয়োগদাতা ও বিদেশী কর্মী উভয়পক্ষ কর্তৃক বেতন সংক্রান্ত তথ্য গোপন ○ কর ফাঁকির সুযোগ গ্রহণের মাধ্যমে নিয়োগদাতার স্বল্প বেতনে অবৈধ বিদেশী কর্মী নিয়োগ

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

- বাংলাদেশে বৈধ ও অবৈধভাবে কর্মরত বিদেশী কর্মীর সংখ্যা, দেশ থেকে অবৈধভাবে পাঠানো রেমিটেন্স ও রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ উদ্বেগজনক
- বাংলাদেশে বিদেশী কর্মী নিয়োগে কোনো সমন্বিত ও কার্যকর কৌশলগত নীতিমালা নেই
- বিদেশী কর্মী নিয়ন্ত্রণে দায়িত্বপ্রাপ্ত সুনির্দিষ্ট কোনো কর্তৃপক্ষ নেই, ফলে এসব বিদেশী কর্মী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের মধ্যে কার্যকর সমন্বয়হীনতা লক্ষণীয়
- বিদেশী কর্মীর প্রকৃত সংখ্যা ও অবৈধভাবে পাচারকৃত রেমিটেন্সের পরিমাণ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য প্রাতিষ্ঠানিক তথ্য নেই
- বর্তমান গবেষণার প্রাক্কলন অনুযায়ী বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশী কর্মীর ন্যূনতম সংখ্যা প্রায় ২.৫ লক্ষ, অবৈধভাবে পাচারকৃত রেমিটেন্সের ন্যূনতম বার্ষিক পরিমাণ প্রায় ২৬.৪ হাজার কোটি টাকা, এবং কর ফাঁকির কারণে ন্যূনতম বার্ষিক রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকা
- মাঠ পর্যায়ে বিদেশী কর্মীর বৈধতা পরীক্ষণ ও নজরদারিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কার্যকর তৎপরতা অনুপস্থিত
- বিদেশী কর্মীর আগমন, প্রত্যাগমন ও নিয়োগ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে আংশিকভাবে দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ - নিয়মবহির্ভূত অর্থের লেনদেনের অভিযোগ
- অনেকক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়তা না থাকা সত্ত্বেও বিদেশী কর্মী নিয়োগে বেতন-ভাতা বাবদ রাষ্ট্রের মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রার অপচয়
- বিদেশী কর্মী নিয়োগের ফলে স্থানীয় প্রার্থীরা চাকরির সুযোগ থেকে বঞ্চিত - নির্দিষ্ট পদে অসম প্রতিযোগিতা সৃষ্টি

সুপারিশ

১) বাংলাদেশে বিদেশী কর্মীর নিয়োগে একটি সমন্বিত কৌশলগত নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে

২) বাংলাদেশে অবস্থানরত বিদেশী নাগরিকদের সকল তথ্য কার্যকর উপায়ে সংরক্ষণ ও ব্যবহারের সুবিধার্থে সকল আগমন ও প্রত্যাগমন পথে সমন্বিত তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করতে হবে, এবং সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষের মধ্যে তথ্য বিনিময়ের সুযোগ থাকতে হবে

ক. বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাসগুলোকে প্রতি মাসেই ইস্যুকৃত ভিসার শ্রেণি অনুযায়ী বিবরণী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠাতে হবে

খ. বাংলাদেশের 'পোর্ট অব এন্ট্রি', যেমন বিমানবন্দর ও স্থলবন্দরে অবস্থিত ইমিগ্রেশন অফিসকে বিদেশীদের আগমন ও নির্গমন তালিকা প্রতিমাসে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে

গ. 'ভিসা অন অ্যারাইভাল' সংখ্যা সমন্বয়ের জন্য দূতাবাস প্রেরিত তালিকা এবং বিমান বা স্থলবন্দরে ইমিগ্রেশন অফিস প্রেরিত তালিকার সমন্বয় করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখা কর্তৃক আগত সকল বিদেশীর একটি চূড়ান্ত তালিকা প্রণয়ন ও নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে

সুপারিশ

৩) বিদেশী কর্মীদের ভিসা সুপারিশ পত্র, নিরাপত্তা ছাড়পত্র, কর্মানুমতি এবং ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত সেবা প্রদানে ওয়ান স্টপ সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করতে হবে

৪) বিদেশী কর্মীদের ন্যূনতম বেতন সীমা হালনাগাদ করতে হবে

৫) বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশি মিশনে ভিসা প্রদানে অনিয়ম বন্ধ করতে হবে - মেশিন রিডেবল ভিসা ব্যতীত অন্যান্য প্রক্রিয়ায় ভিসা (সিল) প্রদান বন্ধ করতে হবে

৬) বিদেশী কর্মীদের তথ্যানুসন্ধানে বিভিন্ন অফিস/ কারখানায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বিডা ও পুলিশের বিশেষ শাখার সমন্বয়ে যৌথ টাস্কফোর্স কর্তৃক অভিযান পরিচালনা করতে হবে

৭) খাতভিত্তিক বিদেশী কর্মীর চাহিদা নিরূপণ করতে হবে, এক্ষেত্রে বিদেশী কর্মী নিয়োগের পূর্বশর্তসমূহ যথাযথভাবে মেনে চলা নিশ্চিত করতে হবে

৮) শিল্পখাতের বিকাশের সুফল গ্রহণে স্থানীয় কর্মসংস্থানের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে

৯) অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শিল্পখাতভিত্তিক স্থানীয় মানবসম্পদের দক্ষতা ও যোগ্যতার উন্নয়নে নীতিগত উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে

ধন্যবাদ